গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা।

এবং

মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

# বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ০১, ২০১৭ - জুন ৩০, ২০১৮

# সূচিপত্র

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

উপক্রমনিকা

সেকশন ১: কার্যাবলী

সেকশন ২: কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১: শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ ,বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা

# বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
# (Overview of the performance of the DBNFE)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্য পরিকল্পনাঃ

**সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ**

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪টি জেলা) এর ঢাকা জেলায় দাখিলকৃত EOI মূল্যায়ন পূর্বক সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করে প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ জেলার জন্য মাষ্টার ট্রেইনার (২০ জনের প্যানেল) নির্বাচন করা হয়েছে ।

**সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:**

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা Subsector এ বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত কর্মকান্ডের বিষয়ে সরকারি সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান (Apex body) হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পক্ষে সমন্বয়ের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা Subsector উন্নয়নে কর্মসূচি (Program) ভিত্তিক কার্যক্রম নিশ্চিত করা। নিজস্ব কর্মসূচি পরিচালনায় বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সমন্বয়ে সাক্ষরতা বিষয়ক হালনাগাদ জরিপ নিশ্চিত করা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে কর্পোরেট সেক্টর ও ব্যক্তি পর্যায় থেকে অর্থ সংগ্রহ নিশ্চিত করা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন নিশ্চিত করা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা Subsector এ উপজেলা পর্যায়ে জনবল নিশ্চিত করা।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:**

সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ এর আলোকে বোর্ড গঠন পূর্বক বোর্ডের পূর্ণ কার্যক্রম চালু করা। শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে সাক্ষরজ্ঞানদান করা ও নব্যসাক্ষরদের জীবনব্যপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন ও দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে তাদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টি করা। বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি করা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্রমের আলোকে শিখন সামগ্রী উন্নয়ন।

**২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:**

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর প্রথম পর্যায়ে ঢাকা জেলার জন্য এনজিও বাছাই সম্পন্ন করে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ধামরাই ও নবাবগঞ্জ উপজেলায় জরীপ, শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, বিভিন্ন কমিটি গঠনসহ আনুসঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতি উপজেলায় ৩০০টি কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে উপজেলায় যাদের বয়স (১৫-৪৫) এরূপ প্রতি উপজেলায় ১৮ হাজার নিরক্ষর নর-নারীকে মৌলিক সাক্ষরতা ও জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা প্রদান ও জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান ।